বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও জাতীয় *বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং*
পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা ২০১৭ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, রবিবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।, ৪ জুন, ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিভিন্ন পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জাতীয় *বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা-২০১৭* উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মানুষের বেঁচে থাকা এবং বসবাসের জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার। আমাদের চারপাশের গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, পশু-পাখি, পোকা-মাকড়- সবকিছু মিলে যে প্রাকৃতিক পরিবশে - তাই আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রকৃতি যখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তখন মানুষের জন্য তা বিপদ ডেকে নিয়ে আসে।

আমাদের এই মাতৃভূমি প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভরপুর। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ। পাহাড়, সমুদ্র, নদী-নালা, খাল-বিল, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু আমাদের এ ব-দ্বীপকে করেছে জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এই জীববৈচিত্র্যই আমাদের অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের উপকরণ সরবরাহ করে থাকে।

জনসংখ্যার আধিক্য, নির্বিচারে গাছপালা কাটা, প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত আহরণ, পাহাড় কাটা, জলাভূমি ভরাট, নদীর নাব্যতা হ্রাস, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার, সর্বোপরি অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ''পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ'' জারী করেন। তখন পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়। এ অধ্যাদেশ ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয়েছে আজকের পরিবেশ অধিদপ্তর।

আওয়ামী লীগ সরকার পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে অনুচ্ছেদ ১৮(ক) সংযুক্ত করেছে। এতে বলা হয়েছে, ''রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন''।

সুধিবৃন্দ,

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দ্বিমুখী উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। একদিকে পরিবেশ দূষণ হ্রাস করার জন্য আমরা কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছি, অন্যদিকে বৃক্ষরোপণ এবং বনাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে বিরূপ আবহাওয়া মোকাবিলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিগত সাড়ে ৮ বছরে আমাদের বনভূমির পরিমাণ ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমাদের সরকার পরিবেশ উন্নয়ন, জীববৈচিত্র রক্ষা এবং বনভূমি সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে।

স্থানীয় দরিদ্র মহিলাসহ সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করে বন অধিদপ্তর সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে সাফল্য অর্জন করেছে। এতে গ্রাম বাংলার স্থানীয় জনগণ যেমন জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনি ক্ষয়িষ্ণু বনাঞ্চলকে পুনরায় গাছপালায় পরিপূর্ণ করা হচ্ছে।

সামাজিক বনায়নের আওতায় এ যাবৎ প্রায় ৭৯ হাজার ২৯৮ হেক্টর এবং ৬৬ হাজার ৪৭২ কিলোমিটার এলাকায় বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। এসব বাগান প্রায় ৭৭৫ কোটি ১৪ লাখ টাকার বৃক্ষ সম্পদ আহরণ করা হয়েছে। এযাবৎ ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮০ জন দরিদ্র উপকারভোগীর মধ্যে ২৬১ কোটি ১৪ লাখ ৪৯ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সৃষ্টি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ সবুজায়নে ও দখলকৃত বনভূমি উদ্ধারে একটি সফল কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সুধিমন্ডলী,

সম্প্রতি সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৬ জারী করেছে। দেশের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক বেশ কিছু এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ইতোমধ্যে ৪০টি বনসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা এবং জলাভূমি, হাওর, নদী, উপকূলীয় দ্বীপসহ ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়া পাবনায় যমুনা নদীতে ৩টি ডলফিন অভয়ারণ্যসহ কয়েকটি নদী ও জলাধারের কিছু অংশ মাছের অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। এ সকল এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও সরকার বঙ্গোপসাগরের ১ হাজার ৭৩৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করেছে। এখানে ৫ প্রজাতির বিপন্ন সামুদ্রিক ডলফিন, পাখনাহীন শুশক, কয়েক প্রজাতির তিমি ও হাঙ্গর সংরক্ষণ এবং তাদের বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বাংলাদেশের ভূমিকা না থাকলেও আমরা এর বিরূপ প্রভাবের নির্মম শিকার। বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে আমাদের। আমাদের সরকার ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় মোকাবিলায় ২০০৯ সালে প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) যুগোপযোগী করছে।

আমরা নিজস্ব অর্থায়নে ২০১০ সালে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করি। এ খাতে এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গঠিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এবং এলডিসি ফান্ড হতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ প্রাপ্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রিয় সুধি,

বাংলাদেশ বিশ্ব জলবায়ু কূটনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালনের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় গঠিত এডাপ্টেশন ফান্ড বোর্ড, এক্সিকিউটিভ কমিটি অন লস এন্ড ড্যামেজ, কনসালটেটিভ গ্রুপ অব এক্সপার্টস এবং মন্ট্রিল প্রটোকল ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির সদস্যপদ লাভ করেছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন নেগোশিয়েশনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে।

এছাড়া ইকুয়েটর প্রাইজ, উপকূলীয় বনায়নের জন্য আর্থ কেয়ার এ্যাওয়ার্ড এবং বন সংরক্ষণের জন্য ওয়াঙ্গারি মাথাই এ্যাওয়ার্ড, ওজোনস্তর ক্ষয়কারী গ্যাসসমূহের আমদানি ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ওজোন কমিটির স্বীকৃতি সনদ অর্জন বাংলাদেশের পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য জাতিসংঘ আমাকে ২০১৫ সালে চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ পুরস্কারে ভূষিত করে।

আমাদের দেশে বায়ু দূষণের অন্যতম উৎস ইটভাটা। সরকার দূষণমুক্ত উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা প্রচলনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সনাতন পদ্ধতির ইটের বিকল্প ব্লক ইট, কমপ্রেসড ইটের প্রচলনকে উৎসাহিত করছে। ইতোমধ্যে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ ইটভাটা জিগজ্যাগ এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাকি ইটভাটাসমূহও রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

দেশের প্রধান নদীসমূহ খনন করে তার নাব্যতা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এ কাজ সম্পন্ন করা গেলে নদীসমূহের প্রতিবেশ বা ইকোসিস্টেম আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে ও নৌ-পরিবহনের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। ঢাকার চারপাশের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীকে ''প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা'' হিসেবে ঘোষণা করে তা ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে।

হাজারীবাগ ট্যানারি শিল্প সাভারের হরিণধরায় স্থানান্তর করা হয়েছে। দেশের সকল কারখানায় ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইটিপি ছাড়া কোন নতুন কারখানার স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না।

প্রিয় সুধি,

বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ আমাদের সুন্দরবন। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বাঘ এর আবাসস্থল সুরক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বনজ সম্পদের আহরণ সীমিত করা হয়েছে। বন অপরাধ দমনের জন্য SMART Patrolling এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে কার্বন জরীপ সম্পন্ন হয়েছে। সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেখানে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং পরিবেশ পর্যটনের ক্ষেত্রের উন্নয়ন করা হয়েছে।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার ১৯টি জেলায় বসবাসকারী মানুষকে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দূর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশের উপকূল জুড়ে সবুজ বেষ্টনী তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে উঠা চরসমূহে বনায়নের মাধ্যমে চরের স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী তৈরির ফলে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে জানমালের ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব। কয়েকদিন আগে ঘূর্ণিঝড় 'মোরা' উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনেছিল। কিন্তু সরকারের আগাম ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হয়েছে।

ঢাকার পাশেই গাজীপুর জেলার শালবনে প্রায় ৪ হাজার একর ভূমিতে ২০১৩ সালে স্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক। হাজারও পর্যটকের ভিড়ে মুখরিত থাকে এই সাফারি পার্ক। চিত্ত বিনোদনের পাশাপাশি বন্যপ্রাণী শিক্ষা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছে এই পার্ক।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শেখ রাসেল **এভিয়ারি অ্যান্ড ইকো-পার্ক।** এখানে দেশের সর্বপ্রথম প্রায় ২.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ রোপওয়ে স্থাপন করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী পর্যটকরা এখানে ভিড় করেন।

প্রিয় সুধি,

আজ বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন-২০১৭, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার-২০১৬ ও সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক প্রদান করা হচ্ছে। স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আসুন, আমরা এ দেশকে সবুজে সবুজে ভরে তুলি। প্রত্যেকে অন্তত একটি করে বনজ, ফলজ ও ঔষধি চারা রোপণ করি এবং সবুজ অর্থনীতি নির্ভর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাই।

আমি *বিশ্ব পরিবেশ দিবস* ও জাতীয় *বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং পরিবেশ মেলা ও বৃক্ষমেলা ২০১৭* উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...